সাতদিন

২৩ মে : রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের কর্মরত বিচারক বিচারপতি এম এ আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত।

কোম্পানীগঞ্জ, কুমিল্লা ও হবিগঞ্জসহ ৬টি স্থানে বজ্রপাতে ১৮ জন নিহত ও ১০ জন আহত।

২৪ মে : রাজধানী ঢাকাসহ মহাসড়কগুলোতে ডাকাতিরোধে র‍্যাবকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন।

কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিদলাই গ্রামে এক সশস্ত্র হামলায় নারীসহ ৪০ জন আহত এবং বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট হয়েছে।

২৫ মে : ইংল্যান্ডের লর্ডসে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড টেস্ট খেলা শুরু।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আদালত প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করে।

২৬ মে : ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নৌবন্দর বর্জন কর্মসূচির কারণে লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকায় হাজার হাজার লঞ্চ যাত্রীর দুর্ভোগ।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার দুর্গম সীমান্ত এলাকায় র‍্যাব ও বিডিআরের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসীদের দু'ঘন্টা স্থায়ী যুদ্ধে ভারতীয় ৬ জন বিচ্ছিন্নতাবাদী নিহত।

২৭ মে: চট্টগ্রাম শহরে একটি স্বর্ণের দোকান থেকে ১৪০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ সাড়ে ১৬ লাখ টাকা লুট।

কলারোয়া ও ঝিকরগাছায় হিটস্ট্রোকে ৫ জনের মৃত্যু।

২৮ মে : শাহবাগ মোড়ে মিনিবাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শাম্মী আখতার হ্যাপী নিহত।

২৯ মে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভিসি/প্রক্টরকে অবরুদ্ধ করা হয়।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ছিনতাই চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে ইন্টারগেশন করা হয়।

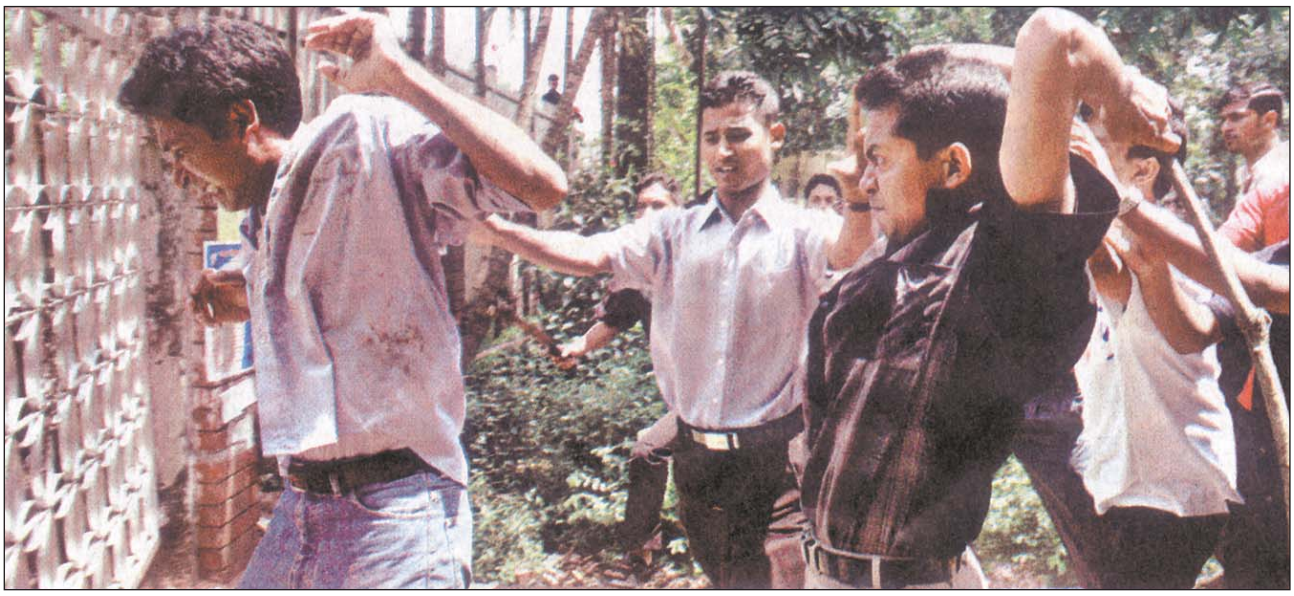

মাননীয় উপাচার্য ছবি কি দেখেছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এসএমএ ফায়েজ ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় শাসনের দায়িত্ব যেন তুলে দিয়েছেন। তাদের দিয়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের দমিয়ে রাখতে চান। কার্যত তার সমর্থনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী শাম্মী আক্তার হ্যাপীর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার প্রতিবাদকারী ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদল হামলা চালিয়েছে। উপাচার্যকে উদ্ধার করতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক লাঠিচার্জ এবং ছাত্রীদের কাপড় ধরে টেনে-হিঁচড়ে দোতলা থেকে নামিয়ে আনে তারা। ছাত্রদলের এ তান্ডব তাদের অতীত কর্মকান্ডকেও হার মানিয়েছে।

সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নিজেদের হাতেই বিশ্ববিদ্যালয় শাসনের দায়িত্ব তুলে নেয়। শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার পর ছাত্রদল সাধারণ ছাত্রীদের আন্দোলন প্রতিহত করতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের হত্যা প্রচেষ্টার পর প্রতিবাদমুখী ছাত্রদের ওপর ছাত্রদল আক্রমণ করেছে। ছাত্রদল গত সাড়ে তিন বছরে ক্যাডারদের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। উপাচার্য ছাত্রদলের এ কাজে সহযোগিতা করছেন।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে উপাচার্যকে চারুকলায় আটকে রাখলো। উপাচার্য খবর দিয়েছেন ছাত্রদল নেতাদের। ছাত্রদল ক্যাডারদের সহযোগিতায়

কমান্ডো স্টাইলে তাকে উদ্ধার করলো। উপাচার্যের সামনেই চললো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা। সহপাঠীর আকস্মিক মৃত্যুতে ফুঁসে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের ওপর ছাত্রদলের ক্যাডার এবং পুলিশের আক্রমণ পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবনতিশীল পরিস্থিতির জন্য সব দায় ছাত্রদলকে নিতে হবে।

এ দায় নিতে হবে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে, জোট সরকারকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় শেল্টারে কোনো মাস্তান বাহিনীর তৎপরতা চলতে পারে না। ছাত্র সংগঠন থাকবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য। আজিজুল বারী হেলালরা ছাত্র সংগঠনের নামে মাস্তানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির পাশাপাশি নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হচ্ছেন।

৩০ মে পত্রিকায় ছাপা হওয়া ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের দানবীয় আচরণের ছবি কী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন? উপাচার্যের চোখের সামনে হেলালের ক্যাডাররা ফটোসাংবাদিকদের নির্যাতন করলো। অথচ উপাচার্য বলছেন, তিনি সেটা দেখেননি। ফটোসাংবাদিকদের তোলা ছবি যা ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, সেটা কী দেখেছেন? দেখে থাকলে এই ছাত্রদল ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবেন উপাচার্য?

৩০ মে পত্রিকায় ছাপা হওয়া ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের দানবীয় আচরণের ছবি কী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন? উপাচার্যের চোখের সামনে হেলালের ক্যাডাররা ফটোসাংবাদিকদের নির্যাতন করলো। অথচ উপাচার্য বলছেন, তিনি সেটা দেখেননি। ফটোসাংবাদিকদের তোলা ছবি যা ছাপা হয়েছে পত্রিকায়, সেটা কী দেখেছেন?

যদি কোনো ব্যবস্থা না নেন, তাহলে প্রমাণ হবে উপাচার্যের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ছাত্রদল।

সরকার সমর্থক সিন্ডিকেটের সদস্য নিয়ে উপাচার্য তদন্ত কমিটি করেছেন। এ কমিটি ছাত্রদলের বর্বরোচিত কাহিনী খুঁজবে, নাকি তদন্তের নামে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করবে? আমরা বিষয়টি দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

‘কিছু দেশী ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আচরণে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে অন্য দেশে’

অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু *ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিঃ*

মেরিল-প্রথম আলো তারকা জরিপে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্মানে বক্তব্য রাখছেন স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু

গত ২৬ মে ঢাকা শেরাটন হোটেলে মেরিল-প্রথম আলো তারকা জরিপে পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। মাছরাঙা প্রোডাকশনের সৌজন্যে আয়োজিত এই ভোজে দেশের শোবিজ জগতের তারকাদের মিলনমেলা বসেছিল। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন মাছরাঙা প্রোডাকশন তথা স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু।

তিনি দেশীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও বিকাশের মাধ্যমে বিদেশী সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি-বাণিজ্যের আগ্রাসন প্রতিহত করা প্রসঙ্গে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্বায়নের যুগে যখন সমগ্র বিশ্ব একটিমাত্র অভিন্ন বাজারে পরিণত হয়েছে, তখন বিশ্ব-মানচিত্রে নিজ দেশের পরিচিতিকে অর্থপূর্ণ করতে পারে একমাত্র সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা। আর এই সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখা ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে তুলে ধরার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেশাত্মবোধ। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে।

আমরা যদি চোখ ফেরাই পাশের দেশ ভারতের দিকে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তাদের দেশাত্মবোধ তাদেরকে আজ কোথায় নিয়ে গেছে। নিজেদের পণ্য, সংস্কৃতি-সবকিছু নিয়ে গর্ব আজ তাদেরকে এক বিশ্বজনীন শক্তিতে পরিণত করেছে। এই দেশাত্মবোধ দিয়েই তারা বিশ্বায়নের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করেছে এবং এখন অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে নিজেদের পণ্যের ও সংস্কৃতির বাজারে রূপান্তরিত করতে চাইছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞাপনী সংস্থা, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, মডেলিং, পরিচালনাসহ বিভিন্ন পেশার ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাদেশে এসে কাজ করছে, যার অধিকাংশই অবৈধভাবে এ দেশে অবস্থান করছে। আর এ সবই ঘটছে আমাদেরই উৎসাহ আর প্রশ্রয়ে। এর ফলে এ দেশের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের কাজের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল একটি দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। এর ফলে শুধু আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিই নয়, বরং অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা অনেকেই বাংলাদেশী হিসেবে গর্ব করতে ভুল গেছি। এটা দুঃখজনক ও আমাদের জন্যই ক্ষতিকর।

আমাদের দেশে অন্যসব ক্ষেত্রের মতো শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনেও অজস্র প্রতিভাবান শিল্পী ও কলাকুশলী আছেন। কিন্তু তাঁরা প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকৃতি পাচ্ছেন না বিভিন্ন কারণে। এর অন্যতম কারণ হলো কিছু দেশী ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আচরণ। তারা পত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশাত্মবোধের কথা বলে, কিন্তু তারাই আবার

কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে ঠিক উল্টোটা করে। এর একটা উদাহরণ হলো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নামের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা সেসব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে সুযোগ পান না। তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপনে কাজ করেন বিদেশী মডেল, বিদেশী কলাকুশলীরা। নাটক ও বিজ্ঞাপন তৈরি করছেন বিদেশী নির্মাতা, ক্যামেরাম্যান ও মডেল দিয়ে। দেশী ব্যান্ড ও শিল্পীদের উপেক্ষা করে কনসার্টের আয়োজন করা হয় বিদেশী শিল্পী ও ব্যান্ড দিয়ে।'

অঞ্জন চৌধুরী ঘোষণা করেন, '২০০৫ সাল থেকে মেরিল-প্রথম আলো তারকা জরিপ ও সমালোচক পুরস্কারে কোনো বিদেশী নির্মাতার তৈরি বা মূল চরিত্রে বিদেশী মডেল ব্যবহৃত কোনো বিজ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। দ্বিতীয়ত, ২০০৪-এর এপ্রিল মাস থেকেই স্কয়ার টয়লেট্রিজ ও স্কয়ার কনজ্যুমার বিদেশী নির্মাতা বা ক্যামেরাম্যান ব্যবহার করে কোনো বিজ্ঞাপন তৈরি করে না এবং বাংলাদেশের প্রযোজক কর্তৃক বিদেশী নির্মাতা বা ক্যামেরাম্যান ব্যবহার করে তৈরি কোনো টেলিভিশন প্রোগ্রাম স্পন্সর করে না।'

অনুষ্ঠানে শোবিজ জগতের প্রায় সকল শীর্ষ তারকা ছাড়াও প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, চ্যানেল আইয়ের এমডি ফরিদুর রেজা সাগর, এনটিভির চেয়ারম্যান মোসাদ্দেক আলী, এমডি এনায়েতুর রহমান এবং শিল্পী রফিকুন নবীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বদরুল আলম নাবিল

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির রিপোর্ট ফাইলবন্দি

সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা ৪৭ থেকে ২৫-এ নামিয়ে আনার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির রিপোর্টটি ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে। বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত সচিব সৈয়দ তানভীর হোসেন কমিটিও সম্প্রতি খোলা দুই মন্ত্রণালয়সহ মোট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা ৪৯ থেকে ২৯-এ কমিয়ে আনার সুপারিশ করে। এ কমিটির রিপোর্ট গত দুই বছর আগে জমা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কার্যত সরকার পরিচালনার ব্যয় কমানোর জন্যই ঐ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে জনপ্রশাসন ও সংস্থার কমিশন এবং সচিব কমিটি সরকারের আয়তন ছোট করার সুপারিশ করে। সরকার গত বছর মে মাসে মন্ত্রিসভার রদবদল করার সময় দুটি মন্ত্রণালয় একীভূত করে দেয়। গত বছর ১১ মে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করা হয়। সার্কুলারে বলা হয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে একটি বিভাগ থাকবে এবং একজন সচিব থাকবেন। একক বিভাগ বিশিষ্ট মন্ত্রণালয় হবে। অন্যদিকে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ থাকবে এবং একজন সচিব থাকবেন। সরকারের এ সিদ্ধান্তের কারণে কাজহীন দুটি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় কমেছে। অভিজ্ঞদের ধারণা, জনপ্রশাসনের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে প্রশাসনে গতি আসবে। ছোট প্রশাসন নিয়ে সরকার দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। ফলে সরকারের ব্যয় কমে আসবে। এর ফলে জনগণ উপকৃত হবে।

ফলোআপ

সাংসদ পুত্রের ১০০ কোটি টাকার জমি দখল

অবশেষে সতর্ক প্রশাসন

'চট্টগ্রামে ভূমিদস্যুদের প্রতাপ বাড়ছে। নিরীহ লোকদের ফাঁসিয়ে দিচ্ছে, নিঃস্ব করছে প্রতারণার মাধ্যমে- আমরা বিষয়টি সিরিয়াসলি নিচ্ছি। কঠোরভাবে দমন করা হবে এ তৎপরতা।'

সাপ্তাহিক ২০০০ কে বললেন সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতোয়ালি) শফিউর রহমান।

সাপ্তাহিক ২০০০ গত ২৭ মে '০৫ সংখ্যায় সাংসদপুত্রের সিন্ডিকেট কর্তৃক ১০০ কোটি টাকার জমি দখল সংবাদ প্রকাশের পর কৃতজ্ঞ নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী। আস্থাহীন সময়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানী তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদনে তারা আস্থা ফিরে পাবার পথ খুঁজে পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ প্রকাশের পর সিএসপির ডিসি (নর্থ) আব্দুল্লাহেল বাকী পিপিএম সহকারী পুলিশ কমিশনারকে (কোতোয়ালি) ৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট দেন। এতে জরুরি ভিত্তিতে ত্বরিত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়। ১৯২ নং স্মারক (গোঃ) উত্তর/সিএমপি-এর এই চিঠিতে দখলদার এবং দখলহারা দুই পক্ষের দরখাস্ত মতো দু'পক্ষের সঙ্গে বৈঠক এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের কথা বলা হয়। সরেজমিন অনুসন্ধানে ডিসি (নর্থ)-এর পর্যবেক্ষণে ৯টি বিষয় উল্লেখ করা হয়। তার ভিত্তিতে ১৩টি বিষয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়া হয়।

গুরুত্বের সঙ্গে যা করতে বলা হয়

* ১৩টি বিষয় পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর 'অরণিকা' বিল্ডিংসহ বিতর্কিত জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিশ মোতায়েনসহ আইনানুগ সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে যুক্তিগ্রাহ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন।

* ৯ এপ্রিল পুলিশ এবং নাজিরের উপস্থিতিতে উচ্ছেদ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কোনো রকম অপরাধমূলক কাজ ঘটে থাকলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

* অনুসন্ধানে আনসার নিয়োগকৃত ভূমি বিতর্কিত হলে যে কাজের জন্যে আনসার নিয়োগ করা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কোন কাজ বা অপরাধমূলক কাজে আনসার নিয়োগ করা হলে তা বাতিলের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান।

সব শেষে বলা হয় খুলশী থানা এলাকা তথা সমগ্র সিএমপি এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জমিজমা ভূমিদস্যুদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে এ রিপোর্ট অতীব জরুরি।

মোঃ আব্দুল্লাহেল বাকী, পিপিএম স্বাক্ষরিত এ চিঠির অনুলিপিতে খুলশী থানার ওসিকে নির্দেশ দেয়া হয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে।

এই চিঠিতে ডিসি (নর্থ) তার অনুসন্ধানের তথ্যে উল্লেখ করেন প্রথম পক্ষ নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী ও তাহার পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ 'অরণিকা বিল্ডিং এবং তাহার পিছনে দীর্ঘদিন যাবৎ 'অরণিকা' বিল্ডিং এবং তাহার পিছনে কতিপয় টিনশেড বিল্ডিং সৃজন করিয়া অত্যন্ত সুস্থিরভাবে বসবাস করিতেছিলেন। তাহার ৫ ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনজন আমেরিকা প্রবাসী। তাহাদের বক্তব্য, আচার-আচরণে তাহাদেরকে সুশীল, শান্তিপ্রিয়, আইনমান্যকারী নাগরিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় পক্ষ জাকের হোসেন চৌধুরী ও তাহার লোকজনদের তাহাদের বক্তব্য ও আচরণে

স্বাভাবিক মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদুপরি প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা আইনের অপপ্রয়োগে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। তাহাদের কূটচালে আদালত ও পুলিশের ব্যবহার এমনভাবে সম্পন্ন হইয়াছে যে একটি উচ্চশিক্ষিত নিরীহ, শান্তিপ্রিয় পরিবার জটিল সমস্যার আবর্তে নিপতিত হইয়াছে। তাহাদের বক্তব্য, আচার-আচরণে জাকের হোসেন চৌধুরী ও তাহার সঙ্গীয় ব্যক্তিদেরকে ভূমিদস্যু এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এখানে প্রতিটি বিষয় উঠে এসেছে ১৩টি পয়েন্টে। নাজির জমির দাগ ও পরিমাণ উল্লেখ না করায় ৩২ শতাংশ জমির রায় পেয়েও জাকের হোসেন চৌধুরী ও তার পক্ষের লোকজন নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর বাড়ি 'অরণিকা'র পেছনের সমস্ত জায়গার ওপর অধিকার বলবৎ করেছে যা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

দরখাস্ত পর্যালোচনায় ১০ এপ্রিল আনসার মোতায়েনকৃত বৈধ জায়গা ২৭৫৪; অথচ সরেজমিন অনুসন্ধানে ডিসি (নর্থ) দেখেছেন নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর বিস্তৃত জায়গায় আনসার ঘোরাফেরা করছে। তার (ডিসি, নর্থ) জিজ্ঞাসাবাদে জাকের হোসেন চৌধুরী সেই বাড়িকে মৃণালেন্দু পালের বাড়ি দাবি করে। ডিসি নর্থের এ বক্তব্য সত্য নয় বলে তাকে 'ভূমিদস্যুবৃত্তি এবং বেআইনি মানসিকতার পরিচায়ক' বলে অভিযুক্ত করেন।

এ শক্তিশালী রিপোর্টের মাধ্যমে সিএমপি নিরীহ জনগণের আস্থা অর্জন করেছে- যা সঠিকভাবে পালিত হলে নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর মতো প্রতারিত ভূমিহারা জনগণ আস্থা ফিরে পাবে বলে মনে করছে চট্টগ্রামের সাধারণ জনগণ। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের সাবেক জমিদার এনএন পালের জমিদারির দলিল জাল করে ভুয়া পাওয়ার অব এটর্নি নিয়ে জাকের হোসেন চৌধুরীর নামে নগরীর দুই দ্রোণ নয় কানি সাত গণ্ডা কয়েকশ' কোটি টাকার জমি হাতিয়ে নিয়ে এসব জমির বৈধ নিরীহ মালিকদের নিঃস্ব করার অপচেষ্টা করছে চিহ্নিত সংঘবদ্ধ ভূমিদস্যু চক্র।

কী কথা তাহার সাথে?

এই সাংসদ গত ২৯ এপ্রিল সিএমপি কমিশনারকে তার বাসভবনে ডেকে পাঠান বলে সূত্রে প্রকাশ। চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার পর সিএমপি কমিশনারকে এ সাংসদ তার পুত্রের 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসার সঙ্গে জমি দখলে সহায়ক ভূমিকা পালনের কথা বলেন। জবাবে সিএমপি কমিশনার 'আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে' জানান। উল্লেখ্য, সিএমপি কমিশনার মোঃ মাজেদুল হক গত ২৮ এপ্রিল নজরুল ইসলাম সিদ্দিকীর পরিবারকে বলেন, 'এখানে যা ঘটেছে আপনাদের ওপর তা উন্নত বিশ্বেও নজিরবিহীন। সিএমপির বর্তমান প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।'

সাবেক সিএমপি কমিশনার বর্তমান ডিআইজি (চট্টগ্রাম) আমজাদ হোসেনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ৯ এপ্রিল ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট ২০, জাকির হোসেন রোডের এ জায়গা দখলে নেয়।

কাদিয়ানিরা আতঙ্কে

খতমে নবুওয়ত ১ জুন সাতক্ষীরায় আরো একটি বড় ধরনের কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল সাতক্ষীরায় কাদিয়ানিদের ওপর হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই ১ জুনের এই কর্মসূচি কাদিয়ানিদের শঙ্কিত করে তুলেছে। তাছাড়া আগামী ডিসেম্বরে 'খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট' কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচি পালন করবে। একের পর এক কাদিয়ানি বিরোধী কর্মসূচিতে এ অঞ্চলের কাদিয়ানিরা উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটের কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভীতি-আতঙ্ক বিরাজ করছে।

খতমে নবুওয়তের এ অঞ্চলে কাদিয়ানি বিরোধী কর্মসূচি থাকছেই। ১ জুন তারা সাতক্ষীরায় আরো একটি বড়ো ধরনের কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। গত ২২ মে সাতক্ষীরায় কাদিয়ানি বিরোধী একটি কর্মসূচি পুলিশের বাধার মুখে বন্ধ হয়। তবে ১৭ এপ্রিল সাতক্ষীরার যতীন্দ্রনগরে কাদিয়ানিদের ওপর এক নারকীয় তান্ডবলীলা চালানো হয়। 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট' নামক সংগঠনের লোকদের জঙ্গি হামলার শিকার হয় কাদিয়ানিরা। কাদিয়ানিদের মসজিদ ঘেরাও করে সেখানকার সাইনবোর্ড নামিয়ে আর একটি সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়া হয়। যাতে লেখা হয়, 'এটা সুন্দরবন বাজারস্থ কাদিয়ানিদের উপাসনালয়। কোন মুসলমান মসজিদ মনে করে ধোকায় পড়বেন না।' তারা কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালায়। লুটতরাজ মারপিট করে। হামলায় মহিলারাও আহত হন। খতমে নবুওয়ত খুলনায় কাদিয়ানি বিরোধী কর্মসূচি দিয়েছিলো ১৩ আগস্ট ২০০৪। নিরালাস্থ কাদিয়ানি মসজিদের সাইনবোর্ড নামিয়ে তারা ওখানে 'কাদিয়ানি উপাসনালয়' লেখা সাইন বোর্ড টানিয়ে দেয়। কাদিয়ানি বিরোধী এদিনের কর্মসূচিও ছিলো মারমুখি।

খতমে নবুওয়তের কাদিয়ানি বিরোধী কর্মসূচি সম্পর্কে খুলনা আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল আহসান জামিল বলেন, সম্প্রতি এ অঞ্চলের সাতক্ষীরায় কাদিয়ানি বিরোধীদের কর্মসূচিতে তীব্র উগ্রতা প্রকাশ পায়। কাদিয়ানিদের ওপর হামলা চালানো হয়। লুটতরাজ করা হয়। তাদের ১ জুনের কর্মসূচিও দুরভিসন্ধিমূলক। আহসান জামিলের ভাষায়, 'পাকিস্তানে যে স্টাইলে কাদিয়ানিদের অ-মুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে ঠিক সেই স্টাইলে এখানেও তাদের অ-মুসলিম ঘোষণা করতে চাইছে।' সাতক্ষীরার যতীন্দ্রনগর আহমদিয়া মুসলিম জামাতের আমির সরদার আব্দুল মজিদ সাংবাদিকদের জানান, 'তাদের প্রতিটি মুহূর্ত ভীতি-আতঙ্কে কাটছে। খতমে নবুওয়তের লোকেরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে গরিব কাদিয়ানিদের চাপ প্রয়োগ করছে। তাদের আহমদিয়া বিশ্বাস ত্যাগ করে সুন্নী মুসলমান হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। এরূপ কর্মকান্ডে আমরা শঙ্কিত।'

মল্লিক সুধাংশু

পাকা আমে বিষ

ঢাকার বাজার সয়লাব হয়ে গেছে নানা প্রজাতির আমে। দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় রঙের আর সৌরভ মোহনীয়। কিন্তু স্বাদ মোটেই আকর্ষণীয় নয়। ঢাকার বিভিন্ন আমের আড়ৎ ঘুরে দেখা গেছে, মূলত কাঁচা ও অপরিপক্ব আমকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পাকানো ও রঙ দেয়ার ফলেই মূলত এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকায় মূলত কারওয়ান বাজার, যাত্রাবাড়ী আর কদমতলীতেই প্রধান প্রধান আমের আড়ৎ এবং পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র অবস্থিত। ভারত কিংবা রাজশাহীর কাঁচা আম এনে কদমতলী ঘাটে নামানো হয়। সেখানেই আড়তে 'কার্পেট' নামের এক ধরনের পাউডার দেয়া হয়। এর ফলে কাঁচা আম ২/১ দিনের মধ্যেই পাকতে শুরু করে। এরপর 'ফরমালিন' নামক একধরনের লিকুইড স্প্রে করা হয়। এর ফলে পাকা আম দীর্ঘদিন পর্যন্ত পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রকম রঙ এবং সুগন্ধি স্প্রে করা হয়। ফরমালিন এবং কার্পেট (রাসায়নিক নাম জানা যায়নি) দুটিই এক ধরনের এসিড। বিভিন্ন মৃত প্রাণী গবেষণাগারে সংরক্ষণের জন্য ফরমালিন ব্যবহৃত হয়। খালি হাতে এটি ধরাই বিপজ্জনক। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের একটি বিভাগ রয়েছে বিভিন্ন বাজারে কাঁচা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য। অথচ তারা এ বিষয়ে কোনো রকম পদক্ষেপই নিচ্ছে না। এমনকি সিটি কর্পোরেশনে ফোন করেও এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কাউকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ প্রশাসনও বিষয়টির প্রতি নীরব ভূমিকা পালন করছে।

রাজু আহমেদ